রানি রাসমণি

রাজচন্দ্রের দু দুবার বিয়ে হয়েছিল । কিন্তু স্ত্রী বিয়োগে সংসার ফাঁকা । পৈতৃক সম্পত্তি বিষয় আশয়ে মন বসে না রাজচন্দ্রের । থাকেন উদাসী হয়ে । একদিন নৌকায় যাচ্ছিলেন হালিশহর দিয়ে । গঙ্গার ঘাটে তখন স্নানের ভিড় । চোখ আটকে গেল তরুণ রাজচন্দ্রের । বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করছে, খেলছে এক বালিকা । রূপ যেন আলো করে আছে । তাকে দেখে নৌকায় মন উচাটন ।

আবার ঘর বসাতে ইচ্ছে হল । কিন্তু ঘর বংশ কিছুই জানা হয়নি বালিকার । লোক পাঠিয়ে খবর এল, বালিকার বাড়ি হালিশহরের কোণা গ্রামে । বাবা হরেকৃষ্ণ দাস সামান্য চাষি । জাতে মাহিষ্য । সামাজিক পরিচয়ে অবস্থানে বহু পিছিয়ে । কিন্তু তরুণ রাজচন্দ্র অনড় । বিয়ে করলে ওই মেয়েকেই করবেন । তখন কলকাতায় বইছে ব্রাহ্ম আন্দোলনের উদার বাতাস । স্বাদ পেয়েছেন রাজচন্দ্রও । জাতপাত নিয়ে ভাবতেই চাইলেন না ।

আদরের ছেলের আব্দার ফেলতে পারলেন না বাবা মা'ও । প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতার বিশাল বাড়িতে বৌ হয়ে এল মাহিষ্য বালিকা । আলতা পরা পা শুধু দাসবাড়িতেই পড়ল না । পড়ল কলকাতার পুরুষশাসিত সমাজেও । শাড়ি গয়নার পুঁটুলি ওই একরত্তির মধ্যে লুকিয়ে বসেছিলেন ভবিষ্যতের রানি রাসমণি ।

১৭৯৩ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর রাসমণির জন্ম । বাবা ছিলেন পরম বৈষ্ণব । নাম সঙ্কীর্তন শুনে বড় হওয়া মেয়ের উদ্যোগে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী । বাবার কাছে বাংলা লিখতে পড়তেও শিখেছিলেন রাসমণি ।

মাত্র ১১ বছর বয়সে রাসমণির বিয়ে হয় ২১ বছরের রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে । রাজচন্দ্রের বাবা ব্রিটিশদের সঙ্গে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন । ছিল জানবাজারের অট্টালিকা সম বসতবাড়ি ।

বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হন রাজচন্দ্র দাস । সামাজিক পরিচয়ে তখন তিনি বাবু রাজচন্দ্র দাস । স্ত্রী ব্যস্ত থাকতেন অন্দরমহল নিয়েই । বাবু রাজচন্দ্র দাস অত্যন্ত প্রজাদরদী দয়ালু জমিদার ছিলেন । বহু উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার ।

একে একে চার কন্যার জননী হন রাসমণি । পদ্মামণি, কুমারী, করুণাময়ী ও জগদম্বা । বিয়ের দু বছর পরেই মারা যান করুণাময়ী । মথুরামোহন বিশ্বাসের সঙ্গে বিয়ে হয় জগদম্বার । এখনও জানবাজারে রানি রাসমণির বাড়ির তিন অংশে থাকেন তাঁর তিন কন্যার উত্তরসূরীরা ।

মাত্র ৪৩ বছর বয়সে মৃত্যু হয় বাবু রাজচন্দ্রের । তারপরে জমিদারির হাল ধরেন রাসমণি । হয়ে ওঠেন রানি রাসমণি । তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপের সামনে নতজানু ছিল

ব্রিটিশরাও। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড ও রানি রাসমণি রোড-এর সংযোগস্থলে আছে বিশাল রাসমণি ভবন।

ইম্পেরিয়াল বা ন্যাশনাল লাইব্রেরি, হিন্দু কলেজ বা প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন তিনি।

গঙ্গার জলপথ আটকে রানি রাসমণি বন্ধ করে দিয়েছিলেন জাহাজ চলাচল। ব্রিটিশদের বাধ্য করেছিলেন গরিব জেলেদের উপর বসানো পানদারি কর প্রত্যাহার করতে। ব্রিটিশরা রীতিমতো সমীহ করত তাঁকে।

সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন বাবু রাজচন্দ্র ও রানি রাসমণি। স্ত্রীর কথায় বৃদ্ধাবাস ও অন্নসংস্থান তৈরি করেছিলেন রাজচন্দ্র। কলকাতায় প্রথম ব্যাঙ্কও তাঁর কীর্তি। বানিয়েছিলেন বাবু রোড। যা এখন রানি রাসমণি রোড।

বাল্যবিবাহ রোধে ভূমিকা নিয়েছিলেন দুজনে। রাসমণি বলেছিলেন, বিয়ের সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ফারাক কম থাকুক। সমর্থক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীকল্যাণকর কাজের। সমর্থন জানিয়েছিলেন বিধবা বিবাহ আন্দোলনে। ব্রিটিশদের কাছে দরবার করেছিলেন যাতে আইন করে বন্ধ হয় পুরুষদের একাধিক বিয়ে।
দক্ষিণ ২৪ পরগণায় (এখনকার সন্তোষপুর) বিশাল জমিদারি ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের। তখন সে জায়গা সুন্দরবনের অংশ। বাস কয়েকঘর ঠগীর। সেই জমিদারি রানি রাসমণির কাছে বন্ধক রেখে বিলেতে গিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। পরে সেই জায়গার প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিলেন রাসমণি।

প্রয়াত স্বামীর স্মৃতিতে ১৮৩০ সালে রানি রাসমণি বানিয়েছিলেন বাবু রাজচন্দ্র দাস ঘাট। নিত্য স্নানার্থীদের সুবিধার্থে। ডোরিক গ্রীক স্থাপত্যে তৈরি সেই ঘাট এখন মুখে মুখে হয়ে গেছে বাবুঘাট।

তাঁর বাড়িতে জাঁকজমক করে দুর্গাপুজো হতো। একবার বিসর্জনের শোভাযাত্রা আটকে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। তিনি পরের দিন আরও বড় শোভাযাত্রা বের করলেন। এবার তাঁকে জরিমানা করে আদালতে নিয়ে গেল ব্রিটিশরা। তিনি জরিমানা দিলেন। মামলা লড়লেন। তাতে জিতলেন। ব্রিটিশদের থেকে ফেরত পেলেন জরিমানার টাকা।

একবার কাশীতে তীর্থযাত্রার পথে স্বপ্নাদেশ পেলেন রাসমণি। মা কালী দিব্যাদেশ দিয়ে বললেন, রাসমণির জমিদারিতেই হোক তাঁর মন্দির।

বিস্তর সন্ধান করে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে এক ব্রিটিশ সাহেবের কাছ থেকে ২০ একর জায়গা কেনেন রানি রাসমণি। আট বছর ধরে তৈরি হয় মন্দির। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার দিন স্থাপিত হয় বিগ্রহ।

কিন্তু রানি রাসমণি তো নমশূদ্র। কোনও ব্রাহ্মণ তাঁর মন্দিরের পুজারী হবেন না। শূদ্রযাচনা করবেন না তাঁরা। শেষে পণ্ডিতদের থেকে বিধান নিলেন রানি। তাঁদের কথামতো মন্দির-সহ বিশাল সম্পত্তি দেবত্র করে দিলেন নিজের গুরুর নামে। এ

Published on: Aug, 10 2025 16:50

বার পাওয়া গেলে ব্রাহ্মণ পুজারী।

হুগলি কামারপুকুরের রামকুমার চট্টোপাধ্যায় হলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পুজারী। তাঁর মৃত্যুর পরে সেই দায়িত্ব নেন ভাই গদাধর। বাকিটা ইতিহাস।

গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হয়ে ওঠার আঁতুড়ঘর এই মন্দির ও পুণ্যভূমি। একবার মা কালীর সামনে বসে বিষয়চিন্তা করছিলেন রানি রাসমণি। আচমকা গালে এসে পড়ল পাগলা ঠাকুরের চড়। মায়ের সামনে পুজোয় বসেও অর্থচিন্তা!

স্বয়ং জমিদারের গায়ে হাত! সবাই বলেছিল ওই ঠাকুরকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু রানি রাসমণি বুঝেছিলেন ইনি কেবল পুজারী নন। সাক্ষাৎ দিব্যসাধক। লোকের কথায় কান না দিয়ে জামাই মথুর বাবুকে রাসমণি নির্দেশ দিয়েছিলেন মন্দিরের পুজারী গদাধর ঠাকুরের যেন কোনও অসুবিধে না হয়।

দিনাজপুরের (এখন বাংলাদেশে) বিশাল সম্পত্তি কেনেন রাসমণি। যেখান থেকে বহন করা হবে এই মন্দিরের ব্যয়ভার। ১৮৬১-র ১৮ ফেরুয়ারি শেষ হয় সেই সংক্রান্ত কাজ।

পরের দিন, ১৯ ফেব্রুয়ারি ইহজীবন ছেড়ে মায়ের পায়ে আশ্রয় নেন রানি রাসমণি ৬৮ বছর বয়সে।

Published on: Aug, 10 2025 16:50